উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

- বর্ষ ২০২১
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই- সেপ্টেম্বর

শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে পারভীন মাহমুদ এফসিএ

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মানবিক হয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করবে

ঘাসফুল দেশব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমসহ মানব উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শিক্ষিত ও লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জন করলে হবে না, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতি ও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সকলকে একযোগে কাজ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা সকল বঞ্চনা, বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে অঙ্গিকার নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি ঘাসফুলসহ সকলে মিলে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাবো। শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো, শিক্ষাজীবন শেষে তাদেরও দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে, পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি চেক প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল হাটহাজারী উপজেলার পঁয়তাল্লিশ জন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা, ফেনী ও নওগাঁ জেলার দশ জনসহ মোট পঞ্চান্ন জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রতি বারশত টাকা হারে মোট ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউসেপ বাংলাদেশ'র চেয়ারপার্সন পারভীন মাহমুদ এফসিএ। সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ'র অধ্যক্ষ কাজী আব্বাছ আলী। লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট'র প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ জামাল উদ্দিন, গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ'র শিক্ষার্থী সানজিদা নাহার ও জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মোঃ আবদুল হাকিম। অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট'র পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, স্থানীয় গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী ঘাসফুল এর শোক পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ঘাসফুল বিভিন্ন আয়োজনে মাসব্যাপী শোক পালন করে। জাতীয় শোক দিবস ২০২১' পালন উপলক্ষে গৃহিত মাসব্যাপী কর্মসূচীর প্রথমদিনে ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম বাদশামিয়া রোডস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে এবং ঘাসফুল এর কর্ম-এলাকা; চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ৫৭টি শাখায় ড্রপডাউন ব্যানারের মাধ্যমে মাসব্যাপী শোক পালন শুরু হয়। জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখায় আয়োজিত ম্যাসব্যাপী কর্মসূচি'র মধ্যে রয়েছে প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থার ৫৭টি শাখা অফিসে কর্মকর্তাদের কালো ব্যাজ ধারণ, জাতির পিতার ছবি সম্বলিত দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার টাঙ্গানো, বৃক্ষরোপন ও গাছের চারা বিতরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে খাদ্য বিতরণ, কোভিড টিকা প্রদান ও নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিসিন বিতরণ, শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির শিশুদের রচনা ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা এবং সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্ণার স্থাপন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক দিবসের প্রচারণা ইত্যাদি।

বৃক্ষরোপন ও গাছের চারা বিতরণ

শোকের মাস উপলক্ষে আয়োজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯ আগস্ট ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী'র আওতায় নওগাঁস্থ নিয়ামতপুর উপজেলায় বৃক্ষরোপন ও গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ০৪নং নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমান (নঈম)। উদ্বোধনকালে জনাব নঈম বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ সোহেল রানা, এম. কামরুল হাসান, মোঃ সাইদুর রহমান প্রমুখ। বিতরণকৃত বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে ছিলো পেয়ারা, লেবু, হরতকি, জলপাই, শরিফা ইত্যাদি।

এছাড়াও ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী'র আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের মোজাফ্ফরপুর হামিদিয়া নাজিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা বিতরন ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপন করা হয়। এ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে আজকে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোজাফ্ফরপুর হামিদিয়া নাজিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুপারেন্টেনডেন্ট জনাব মোঃ শাহেদ আলী কাদেরী, সহকারি সুপারেন্টেনডেন্ট জনাব মাওলানা মোঃ আব্দুল মালেক, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ১,২,৩নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য মিসেস বেবী আক্তার, পরিচালনা পরিষদের সদস্য মোঃ আব্দুর রহমান, ঘাসফুল কর্মকর্তা মোঃ নাছিরউদ্দিন, সৈয়দ মুনছুর আলী, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও মোজাফ্ফরপুর হামিদিয়া নাজিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন

আয়োজনের তৃতীয় পর্যায়ে ১১ আগস্ট সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। এসময় তিনি ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকান্ডে নিহত বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বার্তা মানুষের কাছে পৌছাতে এ ধরণের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

১২ আগস্ট ঘাসফুলে প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু স্মরণে এক আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক এক নতুন রাষ্ট্র বিশ্ব ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধু দল, মত সবার উর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধুর প্রাপ্য সম্মান নিয়ে বিতর্ক কোনভাবেই কাম্য নয়। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী'র সভাপতিত্বে এবং মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, প্রকল্প কোর্ডিনেটর (এসসিই) সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) জহির উদ্দিন, ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, এসসিই প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ফরিদা ইয়াছমিন প্রমুখ। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন ঘাসফুলের হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন। সবশেষে 'বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্ট' বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে অংশগ্রহণ করেন।

মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

শোকের মাস আগস্টের ১৪ তারিখে ঘাসফুল এর উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর শাখায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন ০৪নং নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমান (নঈম) ঘাসফুল কর্মকর্তা মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ জুয়েল প্রমুখ। উল্লেখ্য ১৭জন ক্ষুদ্র নৃগাষ্ঠি সাঁওতালসহ মোট ১০০ জনকে মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্মরণে রচনা প্রতিযোগিতা

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্মরণে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় কোরআন তেলাওয়াত ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত শেষে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে অনলাইনে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে এক রচনা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। স্কুলের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কুল কমিটির আহবায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম এবং স্কুল অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ৫ম শ্রেনীর ছাত্র আজহারুল ইসলাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার কওে ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্র মোঃ ফাহিম, যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ৩য় শ্রেনীর ছাত্রী নাজমুন নাহার স্বর্ণা ও ৫ম শ্রেনীর ছাত্র শহিদুল ইসলাম।

কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধনে সহায়তা, চিকিৎসাসেবা বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ ও আলোচনা সভা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে ১৬ আগস্ট ঘাসফুল মেখল শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা, চিকিৎসাসেবা, কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধন, ঔষধ ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র সমন্বয়কারী ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক মোঃ নাছিরউদ্দিন'র সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দীন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মালেক। আলোচনাশেষে অতিথিগণ সংস্থার চিকিৎসাসেবা, কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধনে সহায়তা, ঔষধ ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং এধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মোঃ মনছুর আলী, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষার্থীদের রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

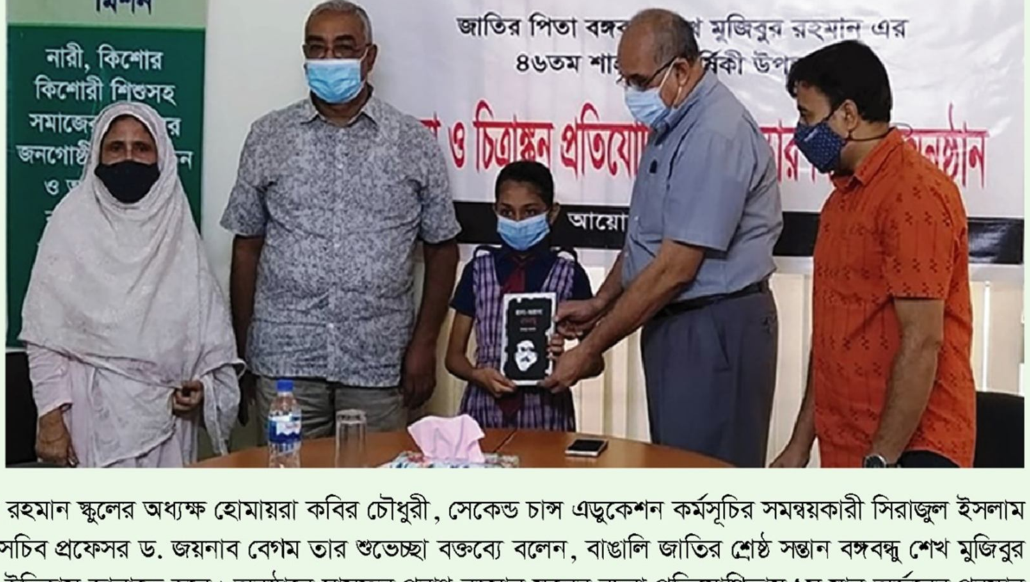

জাতীয় শোক দিবসে ঘাসফুল আয়োজিত মাসব্যাপী কর্মসূচি'র অংশ হিসেবে ১৮ আগস্ট সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও সাবেক যুগ্মসচিব প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাবেক যুগ্মসচিব প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রজন্মের শিশুদের বঙ্গবন্ধুর সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করে আজহারুল ইসলাম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মোঃ ফাহিম, যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করে নাজমুন নাহার স্বর্ণা ও শহিদুল ইসলাম। সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচির উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করে শারমিন আকতার, ২য় স্থান অর্জন করে একা মনি এবং ৩য় স্থান অর্জন করে আয়েশা আকতার। রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করে শারমীন আকতার, ২য় স্থান অর্জন করে শান্তা আকতার ও ৩য় স্থান অর্জন করে রুদ্র রায়।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২১

আমরা কন্যাশিশু-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব" এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে রেখে এবছর সারাদেশে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপিত হয়। বর্তমান সময়ের প্রায় সকল সুযোগই প্রযুক্তি নির্ভর। সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে, নারী পুরুষের বৈষম্য দুরীকরণে দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল সুযোগে কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমাদের কন্যাশিশুদের প্রযুক্তি-দক্ষতায় দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। কারণ বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি আমাদের কন্যাশিশুদের জন্য নানারকম সুযোগ সৃষ্টি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম আরো বেশী সফল করে তুলবে। তবে এক্ষেত্রে আমাদের কন্যশিশুদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য সকল প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে দেখা যায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে নারী ও শিশুরা নানাধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নানাক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এধরণের প্রতিকুলতা ভেঙ্গে স্বতস্ফুর্তভাবে শতভাগ কন্যাশিশুদের নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ আরো বেশী সমৃদ্ধ হবে। একটি বিষয় আমাদের বিবেচনায় নেয়া জরুরী যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫শতাংশ শিশু, তাদের মধ্যে ৪৮শতাংশই কন্যাশিশু। এ বিপুলসংখ্যক কন্যাশিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করা গেলে নিঃসন্দেহে দেশের অগ্রযাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আরো বেশী যুগোপযোগী ও কার্যকর সাইবার আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগসহ সার্বক্ষনিক মনিটরিং, সাইবার পেট্রোলিং জোরদার করা প্রয়োজন। এ ধরণের কর্মকান্ডে দক্ষ আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কন্যাশিশুরা এখনো প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকার কারণে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের কন্যাশিশুরা সরকারি-বেসরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণত শহরাঞ্চলের কন্যাশিশুরা প্রযুক্তির সাথে পরিচিত থাকলেও গ্রামাঞ্চলে এখনো প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন সহজপ্রাপ্য নয়। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রথমত কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পরিবার থেকেই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কন্যাশিশুরা পরিবারে মা-বাবার সমর্থন পেলে তাদের শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকতে পারে না। কন্যাশিশুদের পারিবারিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করে ইভটিজিং, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রতিটি পরিবার থেকে যদি প্রথম উদ্যোগটি নেয়া যায়, তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলো দ্রুত সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। যে কোন শিশুর জন্য সবচেয়ে সুরক্ষিত ও অধিকার নিশ্চিত হওয়ার জায়গা হলো তার পরিবার। অথচ কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য শুরু হয় পরিবার থেকে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মনমানসিকতা ত্যাগ করার মাধ্যমে কন্যাশিশুর প্রতি এধরনের সকল বৈষম্য দূর করা সম্ভব। সাধারণত দারিদ্রতার প্রথম শিকার হয় কন্যা শিশুরা। কিছু সামাজিক কথিত নীতির কারণে শিশুকাল থেকেই কন্যাশিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে করে তারা প্রতিবাদী হতে না শেখে। তাদের প্রতি করা বৈষম্যমূলক আচরণকে অন্যায় হিসেবে না দেখে বরং সহজাত ও সমঝোতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শেখানো হয়। যা পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার পথটিকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা বিশ্বাস করি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই এভাবেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সমতার বাংলাদেশ।

আমাদের প্রতিটি কন্যাশিশুরই রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের কন্যাশিশুরা অপ্রতিরোধ্য ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সমান সুযোগ পেলে অধিকতর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে। আশার কথা হলো কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য দুরীকরণে বাংলাদেশ অনেকদুর এগিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা বিশ্বাস করি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই এভাবেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সমতার বাংলাদেশ। আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের নারী। তাই প্রতিটি কন্যাশিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য। বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক এবং কন্যাশিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনাবেতনে অধ্যয়নসহ শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, বাল্যবিয়ে ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা দেখাচ্ছে। নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বাল্যবিয়ে, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে কন্যাশিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। যথাযথ উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে যদি কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান সরকার নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রতি সবধরনের সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে কন্যাশিশুদের কল্যাণে অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তির প্রবর্তন করেছে, বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি বাংলাদেশে কন্যশিশু দিবস উদ্‌যাপন সরকারের গৃহিত কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিবছর এ দিবসটি বেশ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে থাকে। কানাডা প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব দেয়। পরে ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। প্রথম এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বাল্য বিবাহ বন্ধ করা'। আসলে আদিকাল থেকেই পরিবার ও সমাজে কন্যাশিশুরা অবহেলিত। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার প্রভাব বিস্তার করছে। এগুলো ভাঙতে হবে। সমাজের অসঙ্গতি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ অবদান রেখেছেন। তাদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কারণ কন্যাশিশুকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না। যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র পুরুষরাই সব সৃষ্টির সাথে জড়িত নয়, নারীদের সুযোগ দিলে তারাও সবকিছু জয় করতে পারে। তারাও পুরুষের মতো সমাজকে আলোকিত করতে পারে। সেজন্য সব শিশুদেরই সমভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার দিতে হবে। তবে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য প্রাগৈতিহাসিক। বর্তমান সময়ে পরিবার ছাড়াও সামাজিকভাবে অনেক নারী নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায় এবং আমাদের সমাজ কন্যাশিশুদেরকে বোঝা মনে করে। কন্যাশিশুদের পড়াশোনার পেছনে টাকা খরচ করতে চায় না। তারা মনে করে বিয়ে দিতে পারলে বোঝা দূর হয়ে গেল। তবে সময় অনেক বদলেছে। কন্যাশিশুরা এখন আর বোঝা নয়। বরং কন্যাশিশুরা হল সর্বোত্তম বিনিয়োগ ও সমাজের আলোকবর্তিকা। কারণ তাদের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুঁজে পাই। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বাবা মায়ের বেশি যত্ন নেয়। আসলে কন্যাশিশুদের সুশিক্ষিত করার জন্য যদি ভালো বিনিয়োগ করা যায় তবে সেই একদিন বড় হয়ে আদর্শ ও মহিয়ষী মা'য়ে পরিণত হয়। গাছকে যেমন ভালো পরিচর্যা করলে সে গাছ বড় হয়ে ফুল, ফল, কাঠ, ছায়া ও নির্মল পরিবেশ উপহার দেয়, ঠিক তেমনিভাবে একটি কন্যা শিশুর পেছনে বিনিয়োগ করলে পরিণত বয়সে সে একজন আলোকিত মায়ে পরিণত হয় এবং সে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নানাভাবে আলোকিত করে। বর্তমান আধুনিক ও শিক্ষিত সমাজব্যবস্থায় আমরা কথায় কথায় বলি, 'সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, মানুষ হওয়াটাই আসল কথা।' একথা আমরা অনেকেই মুখে বললেও অন্তরে ধারণ করি না। সন্তান ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক সকলেরই মানুষ একথা সর্বত্র বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের কন্যাশিশুদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করতে হবে, তাই তারা সকল সুযোগে, সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে সফল হবে, যা পুণাঙ্গ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

কোভিড ১৯ বাস্তবতায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাক্ষরতা দিবস

কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী শিশু, যুবক এবং বয়স্কদের শিক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সাক্ষরতা ও শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যকে তীব্রতর করেছে কোভিড মহামারী। লকডাউন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা বিশ্বের ৭৭৩ মিলিয়ন নিরক্ষর জনগণের জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ। ...অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২১ থেকে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা নিশ্চিত হবে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশে পালিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, সে সময় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। কেবলমাত্র গুটিকয় সামর্থবান মানুষের সন্তানেরা অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ ব্যবহার করছিল। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১-এর শ্লোগান বা প্রতিপাদ্য ছিল : Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide অর্থাৎ 'মানব-কেন্দ্রিক মুক্তিলাভের জন্য সাক্ষরতা: ডিজিটাল বিভক্তিকে কমিয়ে? আনা।' এবার কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী শিশু, যুবক এবং বয়স্কদের শিক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সাক্ষরতা ও শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যকে তীব্রতর করেছে কোভিড মহামারী। লকডাউন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা বিশ্বের ৭৭৩ মিলিয়ন নিরক্ষর জনগণের জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর সকল দেশই কোভিড-১৯ মোকাবিলা করার জন্য যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে নিরক্ষরদের জন্য কোনো ধরনের ব্যবস্থা যেমন, সাক্ষরতা ধরে রাখা কিংবা সাক্ষরতা ভুলে না যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা সেভাবে নেয়া হয়নি। ফলে অসংখ্য সাক্ষরতা কর্মসূচিতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। এটি করা হয়েছে এই জন্য যে, প্রথমে আক্রান্ত মানুষদেরকে বাঁচাতে হবে এটাই বড় লক্ষ্য ছিল, যারা সুস্থ ছিল তারা যাতে কোনভাবেই আক্রান্ত না হয় সে জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়া যাতে তারা আক্রান্ত না হয় ও অন্যদের আক্রান্ত না করে।

বাস্তবে দেখা গেছে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য খাবার পৌঁছে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। রাজনীতির তাগিদে গরীব রাষ্ট্রগুলোও তাদের জনগনকে কিছু দিয়েছে কিন্তু সেটি তো খুউব অপ্রতুল ছিল। এসব কারণে শিক্ষার এবং শিক্ষার মার্জিনাল পয়েন্ট অর্থাৎ সাক্ষরতার বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে বরাবরই। যাদের অবস্থান সাক্ষরতার বহু উপরে ছিলো গত সতের-আঠারো মাসে, তাদের অনেকেই সেই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ তারা অনেকেই নিরক্ষরতার কাতারে যুক্ত হয়েছে। কোভিড কালীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেছি। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। শিক্ষার্থীদের যখন সাধারণ বিষয় লিখতে বলেছি, দেখলাম তা লিখতে কয়েক মিনিট লাগিয়ে দিচ্ছে, তারপরও লিখতে পারছে না। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপে বুঝলাম, এতোদিন লেখার অভ্যাস ছিলনা বলে এই অবস্থা হয়েছে। বৈশ্বিক এই মহামারীকালে বিকল্প উপায়ে লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাঝে মাঝে ব্যক্তি উপস্থিতির সাথে ডিজিটাল লার্নিও পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষরতার জন্য এ জাতীয় কর্মসূচি সেভাবে পালন করা হয়নি। দ্রুত দূরশিক্ষণ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে ডিজিটাল বিভক্তি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে যে বৈষম্য নিয়ে বিষয়টি এগুচ্ছিল, সেটি আরও তরান্বিত হয়েছে। প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অপারগতা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিদ্যুৎ স্বল্পতা, সংযোগ সমস্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এসব ক্ষেত্রে বৈষম্যের দ্বার খুলেছে অনেক। এই বিভক্তি কমানোর দায়িত্ব কার হাতে এবং কীভাবে কমাতে হবে সেটি নিয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে এবারকার শ্লোগানে সেই কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। তবে, এর মধ্যেও সুখবর হচ্ছে বিভিন্ন বয়সের বিশাল এক জনগোষ্ঠী দ্রুততার সাথে খাপখাইয়ে নিয়েছে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক ভার্চুয়াল জগত, যে জগতের সাথে আমাদের দরিদ্র মানুষের সে ধরনের পরিচিতি অর্থাৎ সাক্ষরতা ছিলোই না। যারা এর সাথে তাল এখনও মেলাতে পারেনি, তারা ডিজিটালি নিরক্ষর। ডিজিটাল সাক্ষরতা থেকে তারা দূরে থেকেছে। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় যারা এই আধুনিক ডিভাইসগুলোর সাথে পরিচিত নন, ব্যবহার করতে হিমশিম খাচ্ছেন কিংবা ব্যবহার করতে পারছে না তারা সবাই ডিজিটালি নিরক্ষরই বলা যেতে পারে। কোভিড মহামারী সাক্ষরতার গুরুত্বকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে শিক্ষা একটি অধিকার হিসেবে, সাক্ষরতা একজন মানুষকে ক্ষমতায়িত করে, জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এটি টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস মানবকেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের শক্ত ভিত গড়তে অবদান রাখবে। সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতা এখন প্রয়োজন পিছিয়ে পরা যুবক ও তরুণদের জন্য। প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সাক্ষরতা, কাউকে বাদ দিয়ে নয়-এটা এখন সময়ের দাবীয়। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস একটি সুযোগ যা ভবিষ্যত সাক্ষরতাকে পুনরায় ভাবতে শেখাবে, সাক্ষরতার পুরাতন সংজ্ঞাকে প্রতিস্থাপিত করবে। ১৯৬৫ সালে তেহরানে অনুষ্টিতব্য শিক্ষামন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস জন্মলাভ করে। ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস নিয়ে কর্মসূচির কথা। এ সময়ে বিশ্ব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো। যেমন, নিরক্ষরতা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। শিক্ষার ওপরেই গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছিলো। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরও যাতে মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো দেশের ছয়টি জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিলেট এবং সুনামগঞ্জে) পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে চালাচ্ছে এক লাখ শিক্ষার্থীর জন্য। এই পাইলট প্রজেক্ট শেষ হচ্ছে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে। প্রায় দুই বছর এসব শিশু বইয়ের সংস্পর্শে থাকতে পারেনি। এমনিতেই তাদের যে গ্যাপ থাকে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সাথে, করোনা সেই গ্যাপকে আরও বাড়িয়ে দিলো। তাই, আমার মনে হয় এই শিশুদের অর্থাৎ যাদের ওপর পাইলটিং করা হয়েছে, তাদের গ্যাপ কাটানোর জন্য, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার চিন্তা করা যেতে পারে। অবস্থা স্বাভাবিক হলে এসব শিশুর কত শতাংশ পড়াশুনায় ফিরে আসবে তা সঠিক করে বলা যাচ্ছে না। আবার যারা আসবে তারাও যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পড়াশুনার সাথে যুক্ত হতে পারবে এবং পড়াশোনা বুঝবে তাও কিন্তু নয়। তাদের জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষ ব্যবস্থা যা হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া, পড়া ও লেখার দক্ষতা উদ্ধার হওয়ার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কি সে ধরনের কোনো ব্যবস্থার কথা শুনছি বা দেখছি? সাক্ষরতা হচ্ছে সেই সোনালী অস্ত্র যার মাধ্যমে একজন মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সামর্থ্য অর্জিত হয়। নাম লিখতে পারার, নিজের সম্পর্কে লিখতে পারার মধ্যে সাক্ষরতা আর আটকে নেই। ডিজিটাল সভ্যতার এই যুগে সাক্ষরতাকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, তা না হলে বৈশ্বিক অগ্রগতি সমতালে তো নয়ই, বরং বহু ব্যবধান নিয়ে এগুবে। ডিজিটালি পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

লেখক: **জোবায়দুর রশীদ**, প্রশিক্ষক, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রাম।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির সভা

১২ সেপ্টেম্বর রবিবার ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির ১ম সভা (২০২১-২২অর্থবছর) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর ড. জয়নব বেগম'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংযুক্ত ছিলেন স্কুল কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, স্কুল কমিটির সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, স্কুল কমিটি ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, স্কুল কমিটির সদস্য ও সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ খ্রিয়মান অবস্থায় সরকারি সিদ্ধান্তে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল পাঠদান কার্যক্রম শুরু ও এতদবিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুলের সকল কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়। আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে কোভিড পরবর্তী পুনরায় ক্লাস চালু

গত ১২ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্মরণীয় দিন, কারণ দীর্ঘ দেড় বছর পর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় স্বশরীরে ক্লাস চালু করা হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেই অত্যন্ত খুশি, কারণ দীর্ঘদিন পর স্কুল চালু হওয়ায়। এদিন শিক্ষার্থীদের চকটেল ও গিফট দিয়ে স্বাগতম জানান অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরীসহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। উল্লেখ্য ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলও বন্ধ রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ঘাসফুল এর অংশগ্রহণ

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহযোগিতায় গত ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide". অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ সুমনী আক্তার এর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে উপলক্ষে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' এর উপর রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাচঁ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশ গ্রহণ করে।

পরিবেশ ক্লাব গঠন

গত ০৫আগস্ট ঘাসফুল সেপ প্রকল্পের উদ্যোগে সাপাহার উপজেলার শিরন্টি ইউনিয়নের খঞ্জনপুর ও নিয়ামতপুর উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ভীমপুর গ্রামে পরিবেশ ক্লাব গঠন সংক্রান্ত ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাপাহার উপজেলার পরিবেশ ক্লাবের নাম রাখা হয় 'জবই বিল পরিবেশ ক্লাব' ও নিয়ামতপুর উপজেলার পরিবেশ ক্লাবের নাম রাখা হয় 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উভয় ইউনিয়নের আম চাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক সভা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক গত তিন মাসে সাপাহার উপজেলায় ৩টি ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ৪টি মোট ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান ও শামছুন নাহার সুমি, নিয়ামতপুর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আমির আবদুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান এবং বিএসটিআই এর সহকারী পরিচালক দেব্রবত বিশ্বাস। সভায় বক্তারা পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ে সরকারী নীতিমালা, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক নীতিমালাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিবেশ ক্লাবের সভা

গত তিন মাসে সাপাহার শাখায় 'বাগানবিলাস পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি ও নিয়ামতপুর শাখায় 'পরিবেশ ক্লাব'র ২টি মোট পাঁচটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনে বাগানে যথাযথভাবে জৈবসার প্রদান, আমজাত পণ্য (জুস, আচার ও আমসত্ব ইত্যাদি) উৎপাদনের উদ্যোক্তা তৈরী, আম বাজারে পাবলিক টয়লেট স্থাপন, গার্বেজ ক্যারিয়ার ও নার্সারির উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। উভয় শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাব সভাপতি সাপাহার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী, নিয়ামতপুর উপজেলায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাব সভাপতি আবু জাফর মোঃ আলমগীর হোসেন ও আবুল কালাম আজাদ। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের । এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

আমজাতপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে সভা

ঘাসফুল সেপ প্রকল্পের উদ্যোগে সাপাহার উপজেলায় আমজাতপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে গত তিন মাসে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমজাত পণ্য উৎপাদন, ঋণ গ্রহণ ও পণ্য বাজাতজাতকরণ বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন আমজাত পণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

জীবন কাহিনী

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি

কেস স্টাডি : আম চাষে ভাগ্যবদল জিয়াউর রহমানের

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁর নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার অনেক আমচাষী আমচাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। ঘাসফুল শুধু কৃষককে আর্থিক সহযোগীতাই নয় সরাসরি এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বিষমুক্ত আম উদৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আমচাষে উদ্বুদ্ধ করছেন। এমনই এক উদ্যোক্তা জিয়াউর রহমান। মোঃ জিয়াউর রহমান সাপাহার উপজেলার জয়পুর গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন আম বাগানী। আম চাষ শুরু করার পূর্বে জিয়াউর রহমান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করতেন। বেতনের টাকায় সংসার চালানো কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। তিনি ভাবলেন আম চাষের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবেন, যেই ভাবা সেই কাজ। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ২০১৩সালে স্বল্প পরিসরে ১০ বিঘা জমিতে আম চাষ শুরু করেন। তিনি যখন বাগান শুরু করেন তখন থেকে গতানুগতিক বা সনাতন পদ্ধতিতে আম চাষ করেন। সেসময় তার বাগান ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে কোন ধারনা ছিল না। ২০২১সালে ঘাসফুল সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ (সেপ) প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি ঘাসফুল আয়োজিত উন্নত জাতের আম চাষ ও বাগান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগান জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে ঘাসফুল থেকে ৫০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাগানের পরিধি বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার আম বাগানের জমির পরিমান ১৬২বিঘা এবং উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বাগান রয়েছে। জিয়উার রহমান বাগানে উৎপাদিত রফতানিযোগ্য নিরাপদ আম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, সৌদিআরব, দুবাইসহ পাঁচটি রাষ্ট্রে রপ্তানি করে। ঘাসফুল এই প্রকল্পের উপ-প্রকল্প প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বিষমুক্ত আম উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করছে

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Emerging Issues in Access to Treatment Covid-19 in Bangladesh	৫ আগস্ট	১	People's Health Movement(PHM)
Training of Trainers	১৫-১৬ সেপ্টেম্বর	১২	Diversity for Peace Project
Essentials –A Focus on IFRS 16 Leases	১৮ সেপ্টেম্বর	১	ICAB Institute of Chartered Accounts of Bangladesh
Research on "Women and girl leaders in Bangladesh for Women of the World (WOW)"	২০ সেপ্টেম্বর	১	Mongol Deep Foundation, British Council and CCD

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ'র সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারীর মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে চলমান করোনার দ্বিতীয় টেউয়ের সময়েও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গত তিন মাসে ১০৩টি স্ট্যাটিক ও ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৪২৩জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ২৪১জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা এবং ১৪জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৪টি। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ৩০০০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৮৭২০টি, পুষ্টিকণা ১৮৫১টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৮৭২৫টি বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ১৪৫জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২,১৭,৫০০/- (দুই লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকা বয়স্কভাতা ও ৫জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৩১জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ডাঃ উ খ্যে উইন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম পরিদর্শন

১৫ জুলাই চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপপরিচালক ডাঃ উ খ্যে উইন চট্টগ্রাম মাদারবাড়িতে অবস্থিত ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঘাসফুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও প্রসব পরবর্তী সেবার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের দীর্ঘ পথ চলায় দেশের পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যখাতে অনন্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এসডিপি প্রোগ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো.নাছির উদ্দিন, কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুলতানা জাহান, ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু, সহকারী কর্মকর্তা শিখা বড়ুয়াসহ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৪৪৯ জন
টিকাদান কর্মসূচি	২৯৩ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৯৮ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪১৬৬ জন
হেলথ কার্ড	৮৮২টি

সরকার ঘোষিত কোভিড টিকা প্রদান কার্যক্রমে

ঘাসফুলের সক্রিয় অংশগ্রহণ

গত ০৭ আগস্ট সরকার ঘোষিত কোভিড টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং হাটহাজারী উপজেলায় মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ফজলুল কাদের চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সমৃদ্ধি কর্মসুচী'র স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু এবং সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র পক্ষে অংশ নেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফয়সাল আহমদ, স্বাস্থ্য পরিদর্শক রীনা দাশ, নওমী ডি. কস্তা, আমেনা বেগম ও জবা শর্মা। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই স্ব-স্ব কর্ম-এলাকা; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ড এবং হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে

জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, সকল জাতিগোষ্ঠী ও শ্রেণী-পেশার মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ঘাসফুল ও হার স্টোরী ফাউন্ডেশনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমানমর্দ্দন ও ফরাহাদাবাদসহ তিনটি ইউনিয়নে ডাইভারসিটি ফর পিস প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে - জীবন দক্ষতা বিষয়ক কর্মশালা, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, যুব সমাজের মাঝে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়। গত তিন মাসে ৬টি জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এতে ১৮০জন যুব নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৫১৫৮
সদস্য সংখ্যা	৭৮৫৮৫
সঞ্চয় স্থিতি	৭৫৮৯৪৩২১৫
ঋণ গ্রহীতা	৫৮৮৯২
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৯০৪৮৭০১৭০০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৭৪৪৯৬৫৩৮২৭
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৫৯৯০৪৭৮৭৫
বকেয়া	২৩৬৪৮৬৪৯১
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৫৬জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৮,০৫,৪০৫/-(আঠার লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত পাঁচ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫,৯৪,৮৭৮/- (পাঁচ লক্ষ চুরান্নব্বই) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩,০৮,০০০/- (তিন লক্ষ আট হাজার) টাকা।

মোহাম্মদ সেলিম
ব্যবস্থাপক, পত্নীতলা এরিয়া, নওগাঁ

করোনাকালীন জীবন যুদ্ধে বিজয়ী নারী সাজেদা

আমরা সকলে অবগত আছি যে, চায়নার পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় গত ৮ মার্চ ২০২০ হতে বাংলাদেশেও করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। এই সংক্রমন দিনের পর দিন এক বছরের অধিক সময় ধরে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং অদ্যাবধি সংক্রমণ চলমান রয়েছে। কখনো বাড়ছে কখনো বা কমছে। এই বাড়া কমার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার দেশ ও দেশের মানুষকে সংক্রমণ থেকে ক্রমান্বয়ে রক্ষা করার জন্য বহি-বিশ্বের দেশের মত বেশ কিছু সময় ধরে লকডাউন ঘোষণা করেন এবং চলা ফেরায়, স্কুল কলেজ বন্ধ করা, যান চলচল বন্ধ/শীতিল করা, বেশ কিছু ব্যবসা-বানিজ্যে বন্ধ/শীতিল রাখাসহ বেশ কিছু নিয়মনীতি মানতে বাধ্য করেন। তখন এই করোনা সংক্রমণ এবং সংক্রমণের বৃদ্ধির ফলে অতি দরিদ্র, সাধারণ, মধ্যবর্তী জনগণের জীবনে ও সংসারে নেমে আসে কষ্টের ছায়া। এর প্ররিপ্রেক্ষিতে সরকার পর্যায়েক্রমে বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতা চালু করেছে। কিন্তু সেই আর্থিক সহযোগিতা দেশের সর্বস্তরের দরিদ্র জনগনের কাছে ঠিকমত পৌছাঁনেরা সম্ভবনা না থাকার কারনে সরকার বেশকিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানিক যেমন-ব্যাংক ও বেসরকারী দাতা ও উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবৃত্ত মানুষজন যাতে তাদের করোনার কারনে ধস নামা চলমান ব্যবসায় পুনরায় অর্থ বিনিয়োগ করে পুনয়ায় ঘুরে দাড়াঁতে পারে সেই জন্য সহজ শর্তে বেশ ভাল অংকের প্রনোদনা ঘোষনা করেছিলেন। যেহেতু বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থাগুলো গ্রামীন মানুষের জীবন মান উন্নয়নে জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে কাজ করে সেহেতু এই সংস্থার গুলোর মাধ্যমে সরকার কিছু প্রনোদনার সুবিধা গ্রামীন মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌছেঁ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সরকারের অনুমোদিত শ্বায়িত্ব শাসিত সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা ঘাষফুল বেশ কিছু প্রনোদনা টাকা গ্রহন করেন লক্ষিত সদস্য/গ্রাহকদেরকে সহজ শর্তে ঋন বিতরনের জন্য যা এল আর এল খাত নামে পরিচিত।

এই এল আর এল খাত হতে ঘাসফুল এর নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা বাদ জাম গ্রামের গগন পুরের বাসিন্দা মোছা: সাজেদা বেগম সহজ শর্তে ঋন নিয়ে বেশ উপকৃত হয়েছেন । করোনার কারনে তিনি তার ব্যবসায় ধরে রাখতে পারেন নি। সাজেদার স্বামী বাঁশের ব্যবসা করতেন । মূলত বাঁশের ব্যভসা এবং হালকা বর্গায় কিছু ধান চাষ পরিবারের মূল পেশা। কিন্তু করোনারকালে সেই ব্যবসায় ধস নেমেছিল । এক ছেলে এক মেয়ে সহ চার জনের সয়সার সাজেদার। পূর্বে তাদের পরিবারে অনেক অভাবে দিন কেটেছিল । এক সময় পরিশ্রম করে ঘুরেও দাঁড়িয়েছিলেন কিছুটা । তিনি কিন্তু করোনা এসে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গেলে। দীর্ঘদিন লকডাউনে অভাবের তাড়নায় সংসার চালানো এবং ষাড় ও গাভীর খাবার যোগাড় করতে না পারার কারনে তিনি তার ষাড় ও গাভী বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। উপায়ান্তর না পেয়ে বিক্রি করা সেই অর্থের কিছু টাকা সংসারের কাজে খরচও করে ফেলেছিলেন। তিনি ঘাসফুলের জাগরনের সদস্য। তিনি ৬৮ নং দলের ৭ নং সদস্য । প্রথম বারে এই সদস্য ২০০০০/ টাকা ঋন গ্রহন করেন। সেটা পরিশোধ করেন তিনি ৪০০০০/ ঋন নিয়ে গরু ক্রয় করেন । সদস্য সাজেদা স্বামীর পাশাপাশি সংসারে আর্থিক সহযোহিতা করার জন্য এই গরু তিনি নিজে লালন পালন করেন। সাজেদা অনেক পরিশ্রমী এবং সহযোগী মনোভাবের একজন ত্যাগি মহিলা। তাদের এই করুণ পরিস্থিতিতে সরকারের দেয়া প্রণোদনা টাকার কথা পত্নীতলা শাখার কর্মী মাহমুদুলের কাছ থেকে জানতে পেরে সাজেদা সাহস করে সংসারের হাল পুনরায় চাঙ্গা করার জন্য চাহিদা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম সুদে ৫০০০০/- গ্রহণ করে এবং নিজের কাছে বিক্রি করা টাকা যে টাকা ছিল তা দিয়ে তিনি ২ টা গুরু কিনেন কোরবানের ৩ মাস পূর্বে । সাজেদা ভাল ভাবে গরু গুলোর ৩ মাস যত্ন নিয়ে কোরবানের সময় হাটে বিক্রিয় করে সব খরচ বাদ দিয়ে ২০০০০/- টাকা লাভ করেন। সাজেদা পুনরায় গরু বিক্রির ও লাভের সেই টাকা দিয়ে আরো ২টা গরু কিনেন। সে ২টা গরুর মধ্যে একটা কয়েকদিন আগে বিক্রয় করে ১০০০০/- টাকা পুনরায় লাভ করেন । ঘাসফুল ঋন প্রদানের পাশাপাশি কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন। এই করোনার সময়ে তার এই সাহস , পরিশ্রম আর ত্যাগ দেখে তার স্বামী ও সন্তানেরা খুব অবাক ও খুশী হন। সাজেদা সহ তার পরিবারের সকলে এই এল আর এল ঋণের জন্য ঘাসফুলের কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা সঠিক সময়ে এই টাকা না পেলে তারা কখনো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারতেন বলে তারা বিশ্বাস করেন। সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে ঘাসফুল এই অর্থ সদস্যদের মাঝে সঠিক সময়ে বিনিয়োগ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত । সর্বশেষে সাজেদা ঘাসফুলের কাছে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাধ জ্ঞাপন করেন।

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা

মরহুম লুৎফর রহমানের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

গত ০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফর রহমানের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, লায়ন্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ উপলক্ষে ঘাসফুল'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম দামপাড়াস্থ আল জমিয়তুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে ঘাসফুল'র পরিচালক (অপারেশন) মো: ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মফিজুর রহমানসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মরহুমের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুম লুৎফর রহমান ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে একজন খ্যাতনামা কর-উপদেষ্টা ছিলেন।

শোক সংবাদ!

ঘাসফুল এর সুহৃদ এবং সংস্থার সাধারণ পরিষদের সাবেক সদস্য এবং নির্বাহী পরিষদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সমাজতত্ত্ব বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন গত ৬আগস্ট ঢাকার শিকদার মেডেকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে প্রিয়জন হারানোর শোক সইবার শক্তি দান করেন ।

উল্লেখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ছিলেন।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া এর স্বামী সাবেক কমিশনার (আয়কর) তরুন কান্তি বড়ুয়া গত ২৮ জুলাই চট্টগ্রাম ডেল্টা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীর ভাবে শোক প্রকাশ এবং বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন সকলকে প্রিয়জন হারানোর শোক সইবার ধৈর্য্য ও শক্তি দান করেন।

মাতৃবিয়োগ

- ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সাবেক সদস্য নাজমা জামান এর মা আয়েশা জামান গত ২৮ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
- ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক জনাব শামসুল হক এর মাতা মনোয়ারা বেগম ০৪ জুলাই বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং পরিবারবর্গে সমবেদনা জানান।
- ঘাসফুল বারিয়ারহাট শাখার সহকারি কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হোসাইনের মাতা দিল আফরোজ বেগম গত ২৩ জুলাই কোভিড আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।
- ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সাপোর্ট স্টাফ আবদুল ওয়াদুদ এর মাতা মোছা. কদরুন্নেছা ২৮ জুলাই ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।
- ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা নার্গিস আক্তারের মাতা শামসুন্নাহার গত ২০সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন । ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
- ঘাসফুল ছাগলনাইয়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ জামালউদ্দিন এর মাতা গত ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২০ বছর

করোনাকালীণ সময়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র সভা অনুষ্ঠিত

০৪ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ১০৭তম/ ১মসভা (২০২১ - ২২ অর্থ বছর) অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল. রহমান'র ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া'র স্বামী সাবেক আয়কর কমিশনার তরুন কান্তি বড়ুয়া মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। সভায় চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরো জানানো হয় সরকার পরিচালিত কোভিড টিকাদান কর্মসূচিতে সরকারের সহযোগী হিসেবে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন মাদারবাড়ী ২৯নং ওয়ার্ডে ঘাসফুলের কর্মীগণ এবং হাটাহাজারীর মেখল ইউনিয়নে গণটিকা প্রদানের সময় জনগণকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেন। শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় সংস্থা থেকে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি এবং আদিবাসী, ত্রিপুরা ও হরিজন সম্প্রদায়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত মাসব্যাপি অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন, সরকার প্রণীত ড্রপডাউন ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে টানানো হয়, নওগাঁ জেলাস্থ নিয়ামতপুর উপজেলা, চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে বৃক্ষরোপন ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল'র কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই স্ব-স্ব কর্ম-এলাকা; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ড এবং হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও টিকা গ্রহণে সচেতন করা, নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়। ঘাসফুলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী করা হয়। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে অনলাইনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা এবং ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা ও চিত্রাংকনসহ ০২টি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ৭১৬জন প্রতিযোগী এবং ৯ জন প্রতিযোগী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার প্রান্তিক মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। সংস্থার কর্মএলাকায় মাস্ক বিতরণ করা হয় ৫২৮৫০জনকে। তাছাড়া করোনাকালীণ সময়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ ও এসডিপি'র ফোকাল পার্সন মোঃ নাছির উদ্দিন প্রমুখ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

২১ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড'র সৌজন্যে প্রাপ্ত পাঁচ হাজার পিছ মেডিক্যার সেইফ লাইফ হ্যান্ড স্যানিটাইজার সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হুমায়রা কবির চৌধুরী। মেডিক্যার সেইফ লাইফ হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করেন ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড'র রিজিওনাল সেলস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মুজাহিদুন নবী ও এ্যরিয়া সেলস ম্যানেজার মো: আশরাফুল আলম। পরবর্তীতে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঘাসফুল'র সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর সৌজন্যে প্রাপ্ত এসব হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স কর্মসূচি ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউ-নরমাল সময়ে শিক্ষার্থীরা যেন কোনভাবে করোনায় আক্রান্ত না হয় এবং এ বিষয়ে সকলের সচেতনতা বাড়ানোর আহবান জানান। জনাব জাফরী কোভিডকালীন এই দুর্যোগে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতি ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামসহ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার